দৈনিক ইত্তেফাক
২৬-৪-০৭

অর্থনীতি

বাংলাদেশ : মধ্য আয়ের দেশগুলোর সম্ভাব্য সদস্য

ড. এম. আজিজুর রহমান

একটি দেশের বাৎসরিক মাথাপ্রতি আয় কম বেশি ৫,০০০ ডলার বা ৩,৫০,০০০ টাকা বা তার অধিক হয় তাকে মধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। এশিয়া মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশ মধ্য আয়ের দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন- হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চায়না, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া দ্রুত মধ্য আয়ের দেশের সদস্য হিসেবে সনদ পেতে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও ভারত মধ্য আয়ের দেশে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে আমরা খুবই আশাবাদী। এত সমস্যার ভেতর থেকেও বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের সম্ভাবনাময় সংশ্লিষ্ট কিছু কথা-বার্তা হলো এ প্রবন্ধের সংক্ষেপ উদ্দেশ্য।

উন্নতির পূর্বশর্ত হিসেবে যতগুলো পূর্বশর্তের প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যা সৌভাগ্যবশত আমরা পেতে শুরু করেছি ৯০ দশকের শুরু থেকে। সে সময় থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে পেতে শুরু করেছি গণতান্ত্রিক সরকার। যেমন-১৯৯১ সাল থেকে আজ অবধি বিএনপি-আওয়ামী লীগ, আবার বিএনপি-আওয়ামী লীগ। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা বাদ দিলে বাংলাদেশ এখন একটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং আমাদের কাছ থেকে এ গণতন্ত্র আর ছিনতাই হবে বলে আমরা আশা করি না। জনগণ গণভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে। বিগত সময়ের আবিষ্কৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত জাতীয় (আইডি) পরিচয়পত্র ও ছবিসহ ভোট দেবার পরিবেশ ইত্যাদি কাঠামোগত উন্নয়ন সবকিছু মিলিয়ে গণভোটের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অধিকারকে প্রায় সুনিশ্চিত করে দিয়েছে।

যেকোন সমাজ, সরকার ও সাধারণ মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, আয়, উন্নতি, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও উন্নয়নের সাথে সাথে যা দরকার তা হল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্যের স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করা। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এর মাটি উর্বর এবং মানুষ পরিশ্রমী। প্রান্তিক খাদ্য ঘাটতির এই দেশে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের কৃষি উপকরণ ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান প্রশংসনীয়। ভর্তুকি অর্থে সুষম বন্টনসহ দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন। বন্যাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসলাদি রক্ষাকল্পে দরকার পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ এগুলোর বড় বড় শাখা-প্রশাখার ওপরে সুকঠিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেয়া। স্বল্প বিনিয়োগে অধিক ফলন লাভের আশায় কৃষি গবেষণাকে জোরদার করা। কৃষিচাষ

গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অভাব, উদ্যোক্তার অভাব, অর্থায়নে দুর্বলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, ঘন বসতির দেশ হয়েও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি কারণে প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে থেকেও ধীরগতিতে হলেও শিল্পায়নে আমরা তুলনামূলকভাবে বেশ এগিয়ে যাচ্ছি। নীট ও ওভেন রপ্তানি খাতে আমরা বৎসরে দশ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এটা স্বাভাবিক হলেও সত্য-অদূর ভবিষ্যতে আমরা রপ্তানিমুখী পোশাক বিশ্ববাজারে ১ম স্থান অর্জন করতে যাচ্ছি। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চায়নার ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বিশেষ করে পোশাক শিল্পখাত এবং এর শ্রমিকগোষ্ঠী আস্তে আস্তে ভারি শিল্পের দিকে ধাবিত হচ্ছে। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের মতো আরো গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে হিমায়িত মৎস্য, জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসী আয় থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। আগেই বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক রাজনীতির কারণে ব্যাংক-বীমাসহ আর্থিক খাতগুলোকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এর আরো সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। আরো অধিক পরিমাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে, এ জনবহুল দেশে সৃষ্টি ও উন্নয়ন প্রেক্ষিতে অবশ্যই বেসরকারি খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। দক্ষ জনসংখ্যা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণকল্পে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে অতিসত্বর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সবকিছুর উর্ধ্বে আমাদের আরো যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ব্যবসায়-বাণিজ্য, দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ সরকারের উন্নয়নের উৎস বিধায় আমাদেরকে ব্যবসায়ী-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উদার ও উৎপাদনমুখী আইন প্রণয়ন এবং পুরাতন ধাঁচে প্রণীত আইনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন আইনের সংস্কার করতে হবে।

ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং গঠনমূলক ও নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতি কাজে লাগিয়ে কঠোর পরিশ্রমী হবার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং এগুলোর সুষম বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় কমদামে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভোগ এবং রপ্তানিখাতে আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ আসন অর্জন করে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করে আমাদের এ সোনালী স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হোক এ মর্মে আমরা খুবই আশাবাদী।

[লেখক: ভাইসচ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]